ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 30 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮৬ ● কলকাতা ● ২৫ আষাঢ়, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১০ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

১৮ জুলাই বঙ্গে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

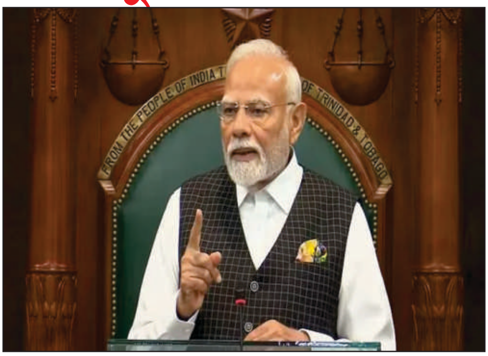

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপুর: আগামী বছর ভারতে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সব দলই চাইছে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে, জনসংযোগ বাড়াতে। সেই কাজেই আরও একধাপ অগ্রসর হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১৮ জুলাই দুর্গাপুরে সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে ফের একবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি, বিজেপি সূত্রে খবর এমনটাই।১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর জনসভার প্রস্তুতি দেখতে শনিবার দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সতীশ ধন্ড, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির লক্ষ্মণ ঘোড়ুই, বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, বিজেপির বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা, সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর-সহ পদ্ম শিবিরের বহু নেতৃত্ব।এদিকে ২১ জুলাই তৃণমূল পালন করবে শহিদ দিবস। তার তিন দিন আগে বঙ্গে এসে ঠিক কোন ঘুঁটি সাজাতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি, তাই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তর্জা।

শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে দুর্গাপুরে সভা করার সময় প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকতে পারেন বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিকে এই বছরের শেষেই বিহারে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। শোনা যাচ্ছে বুড়ি ছোঁয়ার মতো হলেও বিহার যাওয়ার পথে একবার বঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঝটিকা সফর চেয়েছিলেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। তারপরেই স্থির হয় ১৮ জুলাই সভা হবে দুর্গাপুরে। এই সমাবেশ থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতার

এরপর ৩ পাতায়

বামেদের ডাকা বন্‌ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, রেল অবরোধ!

পথে বন্‌ধ সমর্থনকারীরা। নিজস্ব চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বামেদের ধর্মঘট ঘিরে বিক্ষিপ্ত অশান্তি দেখা গেল সকাল থেকেই। এদিন বন্‌ধের সমর্থনে পথে নেমে বন্‌ধ সমর্থনকারীরা অস্থির পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করেন। বিভিন্ন জায়গায় রেল অবরোধ করা হয়। শিয়ালদহ মেন লাইনে বেলঘরিয়া, বারাকপুর-সহ একাধিক জায়গায় রেল অবরোধ করা হয়।আসানসোলে বনধ ঘিরে উত্তেজনা দেখা যায়। বন্‌ধের সমর্থনে বাম সংগঠনের মিছিল। অন্যদিকে বন্‌ধের বিরোধিতায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের পাল্টা মিছিল।এদিন বাম সংগঠনের নেতৃত্বরা গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করলে পাল্টা প্রতিবাদ জানান তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির নেতৃত্বরা।দুই পক্ষের তীব্র বচসার ঘটনায় উত্তেজনা। ধর্মঘটিরা গাড়ি আটকাতে রাস্তায় শুয়ে পড়েন। ট্রাক্টরের নিচে শুয়ে পড়লে এক ধর্মঘটি আহত হন। তাঁর উপর দিয়ে ট্রাক্টরের চাকা চলে যায়। আহতকে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। উত্তরবঙ্গেও বনধের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছিলেন সমর্থকরা। তবে তেমন কোনও প্রভাব উত্তরের জেলাগুলিতে দেখা যায়নি বলেই খবর। রেল ও বাস চলাচল মোটের উপর স্বাভাবিকই থাকে।সাতসকালেই রেল অবরোধে নাকাল হন নিত্যযাত্রীরা। একাধিক জায়গায় পুলিশের সঙ্গে বচসা হয় বন্‌ধ সমর্থনকারীদের। হাওড়ার ডোমজুড়ে বন্‌ধ সমর্থনকারীদের হটাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় বলে খবর।

দেশজুড়ে ১০ শ্রমিক সংগঠন এদিন বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। বাংলাতেও বনধের সমর্থনে বাম কর্মী-সমর্থকরা রাস্তায় নেমে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা শুরু হয়। উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়া, বারাকপুর, শ্যামনগর স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করেন বন্‌ধ সমর্থনকারীরা। সাতসকালে অবরোধে বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক ট্রেন। ফলে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে অফিসযাত্রীরা। নিম্নচাপের বৃষ্টির পাশাপাশি রেল অবরোধে নাকাল হন যাত্রীরা। পরে অবরোধ উঠিয়ে দেওয়া হয়। শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখাতেও একাধিক জায়গায় ট্রেন অবরোধের চেষ্টা হয়। যাদবপুর স্টেশনে অবরোধ করা হয়। তবে রেলপুলিশ বন্‌ধ সমর্থনকারীদের হটিয়ে দেয়।

হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হলদিয়া, আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ একাধিক জায়গায় বন্‌ধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় নেমেছিলেন। কোনও অশান্তি যাতে না হয় সেজন্য প্রচুর সংখ্যায় পুলিশও মোতায়েন রাস্তায়। বিক্ষোভকারীরা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করতেই তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। হাওড়ার ডোমজুড়ে বন্‌ধ সমর্থনকারীরা পথ অবরোধ করেছিলেন। পুলিশ তাঁদের সরাতে গেলে শুরু হয় অশান্তি। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয় পুলিশ কর্মীদের। বন্‌ধ সমর্থনকারীদের সরাতে লাঠিচার্জ করতে হত পুলিশকে। হলদিয়াতেও বন্‌ধ সমর্থনকারীদের সরাতে পুলিশকে তেড়ে যেতে হয়েছিল।

বিহারে ভোটার সংশোধনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভারত বন্ধ, ছক্কা জমের প্রভাব

ডঃ স্মারেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

তরুণ মোহন, আর.কে. রাই, সঞ্জীব ঠাকুর, এম.কে. মধুবালা এবং অন্যান্যদের সাথে।

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই ২০২৫ কেন্দ্রীয় সরকারের কথিত শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়নগুলির আজ ভারত বন্ধের প্রভাব রাজধানী দিল্লি সহ সারা দেশে অনুভূত হয়েছিল, অন্যদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের বিহার বন্ধ রাজ্যে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেছিল।

বিহারের রাজধানী পাটনায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং মহাজোটের অন্যান্য সহযোগীরা রাস্তায় নেমেছিলেন। সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব তার সমর্থকদের নিয়ে রেল পরিষেবা ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যের অনেক জায়গায় পরিবেশ বিশৃঙ্খল ছিল।

বিহারে, মহাজোটের কর্মীরা রাজধানী পাটনার সাথে সংযোগকারী মহাত্মা গান্ধী সেতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। রাস্তার দুপাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানবাহনের দীর্ঘ লাইন ছিল, যার ফলে ট্রেন ও বিমানে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কাঁধে লাগেজ নিয়ে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ভারত বন্ধের প্রভাব কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কিছু জায়গায় কমবেশি দেখা গেছে। বিশেষ করে এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলিতে এর প্রভাব বেশি ছিল। দিল্লি এনসিআর, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কেরালার অনেক জায়গায় সংগঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে।

এই বন্ধের আয়োজন করেছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ মজদুর সভা, সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন সেন্টার, সেলফ এমপ্লয়েড উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়নস, লেবার প্রোগ্রেসিভ ফেডারেশন এবং ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

ইউনিয়নগুলি দাবি করেছে যে ব্যাংকিং, বীমা, ডাক, কয়লা খনি, মহাসড়ক এবং নির্মাণ খাতে নিযুক্ত ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক ও কর্মী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবেন।

সংগঠনের নেতারা এই আন্দোলনকে সরকারের শ্রমিক-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী এবং দেশ-বিরোধী কর্পোরেট-পন্থী নীতির বিরুদ্ধে বর্ণনা করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এর আগে ২৬ নভেম্বর, ২০২০, ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ এবং গত বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী একই ধরণের ধর্মঘটের আয়োজন করেছিল। (LS)

(১ম পাতার পর)

১৮ জুলাই বঙ্গে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। দমদম বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত মেট্রো রেলের কাজ এমনিতেই প্রায় সম্পূর্ণ। সেটি বারবার উদ্বোধনের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। মনে করা হচ্ছে দুর্গাপুরের সভা থেকে এই মেট্রো লাইনের উদ্বোধন করবেন মোদি। মেট্রো কর্তৃপক্ষ তাই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে।

এর আগে ২৯ মে রাজ্যে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে হিংসা, অরাজকতা, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং গরিবের অধিকার হরণ নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার তাঁর অস্ত্র কী হবে তাই বোঝার চেষ্টা করছেন বিরোধীরা।

ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর সর্বোত্তম পন্থানিয়ে নতুন দিল্লিতে ১০-১১ জুলাই আইএসএলআরটিসি'র কর্মশালা

নয়াদিল্লি, ০৯ জুলাই, ২০২৫

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন দপ্তরের আওতাধীন স্বশাসিত সংস্থা ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার বা আইএসএলআরটিসি নতুন দিল্লিতে ১০-১১ জুলাই ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর সর্বোত্তম পন্থা সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করেছে। নতুন দিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির (অফলাইন) মধ্য দিয়ে হতে চলা এই কর্মশালার উদ্বোধন করবেন ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ন দপ্তরের সচিব শ্রী রাজেশ আগরওয়াল।

এই প্রথম ধারাবাহিক পুনর্বাসন শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভারতীয় সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি ভাষায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার পাঠক্রমের বিষয়গুলিও এখানে অন্তর্ভুক্ত।

এই কর্মশালায় দেশের এবং বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ যোগ দেবেন। প্রশ্নোত্তর-ভিত্তিক আলোচনা, প্রেজেন্টেশন এবং দল-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই কর্মশালা সম্পন্ন হবে। প্রশিক্ষণ নেবেন বধিরদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের ভদোদরা জেলায় সেতু ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন

নয়াদিল্লি, ০৯ জুলাই, ২০২৫

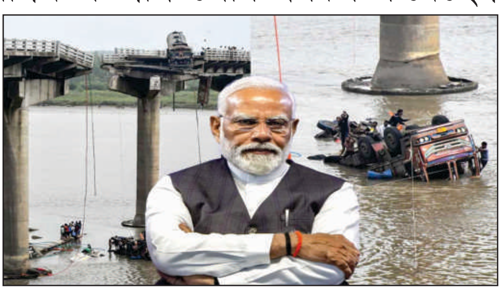

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের ভদোদরা জেলায় সেতু ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে ;

"গুজরাটের ভদোদরা জেলায় সেতু ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। নিহতদের প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

তৃণমূল নেত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার ভিলেজ পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল নেত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। অভিযুক্ত ভিলেজ পুলিশ-সহ মোট চার জন। চাপড়া থানায় নির্যাতিতার এফআইআর, আর তার ভিত্তিতে গ্রেফতার চারজনই। কিন্তু তাতে দলের মধ্যে হুমকির শিকার নির্যাতিতা। অভিযোগ, দলেরই এলাকার নেতা তাঁকে এফআইআর প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দিচ্ছেন। ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল নদিয়ার চাপড়ায়।এলাকার বিধায়ক রুপবান রহমান বলেন, "আমি কলকাতায় এসেছি। আমি খবরটা শুনেছি। তাদেরকে আমি চিনি। কী করেছে, সেটা জানি না। দলের হোক, কিংবা বাইরের হোক. অন্যায় করলে আইন আইনের পথেই চলবে। " বর্তমানে ভীষণভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নির্যাতিতা। ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। কিছু একটা আতঙ্ক যেন তাড়া করে ফিরছে।

নির্যাতিতা মহিলার স্বামী বাড়িতে থাকেন না। মা ও মেয়ে থাকেন বাড়িতে। নির্যাতিতার এফআইআর কপির বয়ান অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার রাতে মহিলা একাই বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, সে সময়ে অভিযুক্ত ভিলেজ পুলিশ মদ্যপ অবস্থায় তাঁর পথ আটকান। তাঁকে প্রথমে কুপ্রস্তাব দেন। সেই কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়, মহিলার শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করতে থাকেন বলে অভিযোগ। এরপর তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কোনওক্রমে পালিয়ে বাড়িতে ঢুকে যান নির্যাতিতা। অভিযুক্তরা বাড়িতে চড়াও হয়। দরজায় লাথি মারতে থাকেন বলে অভিযোগ। দরজা কোনওক্রমে ভিতর থেকে চেপে রেখে নির্যাতিতা মেয়েকে বলেন থানায় ফোন করতে। খবর পেয়ে চাপড়া থানার পুলিশ গিয়ে

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

প্রথম দিনে খনিতে নেমেই ৪০ লক্ষের হিরে হাতের মুঠোয় দিনমজুরের

বুন্দেলখণ্ড: কথায় বলে মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডের পান্না জেলা কখন যে কাকে রাজা বানাবে, আর কখন কাকে ফকির তৈরি করবে তা কেউ জানে না। সম্প্রতি এই প্রবাদের যেন বাস্তবায়ন ঘটল। বুন্দেলখণ্ডের পান্না ভাগ্য ও জীবন বদলে গিয়েছে একজন অতি সাধারণ আদিবাসী শ্রমিক মাধবের। পান্নার কৃষ্ণ কল্যাণপুর পট্টিতে একটি অগভীর খনিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা এক আদিবাসী যুবক বুধবার প্রথম খনি খনন করে এক দারুণ উপহার পেলেন যা বদলে দিল তাঁর জীবন।মাধব কৃষ্ণ নিয়ম অনুসারে পান্নার হীরা অফিসে এই মূল্যবান পাথরটি জমা দিয়েছেন। শীঘ্রই সেটি নিলামে তোলা হবে এবং.৫ শতাংশ রয়্যালটি কেটে নেওয়ার পর প্রাপ্ত অর্থ শ্রমিককে দেওয়া হবে। মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে অবস্থিত পান্না জেলায় ১২ লক্ষ ক্যারেটের হীরার মজুদ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়।প্রথম দিনেই ওই খনি শ্রমিকের ভাগ্য হয়ে উঠেছে অতি উজ্জ্বল। আসলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ওই শ্রমিক একটি খনি খনন শুরু করেছিলেন। আর তাতেই দেখা গেল প্রথম দিনেই বাজিমাত করেছেন তিনি। পেয়েছেন ১১ ক্যারেটের একটি উজ্জ্বল দূর্মুল্য হীরকখণ্ড। হীরাটির আনুমানিক মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা বলে মনে করা হচ্ছে।।

আসলে, শ্রমিক মাধব কৃষ্ণ কল্যাণপুর পট্টিতে অবস্থিত একটি অগভীর খনিতে কাজ করছিলেন। সেখানে তিনি সম্প্রতি ১১.৯৫ ক্যারেটের এই মূল্যবান পাথরটি খুঁজে পান। এক রত্ন গবেষক জানিয়েছেন, "এই হীরাটি খুবই পরিষ্কার এবং মূল্যবান। এর আনুমানিক মূল্য ৪০ লক্ষ টাকারও বেশি।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

বৌদ্ধবিহারেও সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায়। জৈনদের ২৪ জন শাসনদেবীর মধ্যে সরস্বতী একজন এবং ষোলজন বিদ্যাদেবীর মধ্যে অনন্যা মা সরস্বতী। সরস্বতী নদীর তীরেই বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদ্ভব। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে শ্রীপঞ্চমীর দিন সকালেই সরস্বতী পূজা সম্পন্ন হয়। সরস্বতী পূজা সাধারণ পূজার নিয়মানুসারেই হয়। তবে এই পূজায় আলাদা কিছু সামগ্রী যেমন : অভ্র-আবির, আমের মুকুল, দোয়াত-কলম ও যবের শিষ ছাড়াও লাগে বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুল। লোকাচার অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পূজার আগ পর্যন্ত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দেশে তৈরি প্রথম ডাইভিং সহায়ক জাহাজ 'নিস্তার' নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত

নয়াদিল্লি, ০৯ জুলাই, ২০২৫

বিশাখাপত্তনমে ৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে দেশে তৈরি প্রথম ডাইভিং সহায়ক জাহাজ 'নিস্তার'কে ভারতীয় নৌ-সেনার হাতে তুলে দিল হিন্দুস্তান শিপিয়ার্ড লিমিটেড।

এই যুদ্ধ জাহাজ তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়ান রেজিস্টার অফ শিপিংস – এর নিয়মবিধি মেনে। জলযানটি থেকে গভীর সমুদ্রে উদ্ধার কাজ এবং অন্যান্য আরও নানা বিষয়ে সম্পন্ন করা যায়। কয়েকটি মাত্র দেশের নৌ-সেনার হাতে এমন জাহাজ রয়েছে।

জাহাজটির নাম 'নিস্তার' – সংস্কৃত ভাষায় যার অর্থ 'মুক্তি'। জাহাজটি১১৮ মিটার দৈর্ঘ্যের,ওজন প্রায় ১০ হাজার টন। সেখানে ডাইভিং – এর উপযোগী অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। সমুদ্রে ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ত্রাণ ও নজরদারির মতো কাজ করা সম্ভব এই জাহাজটির মাধ্যমে। জাহাজটিতে একটি ডাইভিং মঞ্চও রয়েছে, যেখান থেকে ৭৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ডাইভিং সম্ভব।

সমুদ্রের নীচে ডুবো জাহাজে থাকা কর্মীদের আপৎকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধার করায় এই জাহাজ বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠবে। জাহাজটিতে থাকা দূর সংবেদনচালিত বিশেষ ছোট জলযানের মাধ্যমে ১ হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্তও এইসব অভিযান সম্পন্ন করা যেতে পারে।

'নিস্তার' – এর প্রায় ৭৫ শতাংশ যন্ত্রাংশ দেশে তৈরি। সরকারের আত্মনির্ভর ভারত এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই পরশুরাম মন্দির সপ্তম শতকে শৈলোদ্ভব রাজাদের শাসনের সময় তৈরি, কিন্তু এই মূর্তির গঠনে পালযুগের শৈলী আছে মনে হচ্ছে। এই চামুণ্ডামূর্তিটি জে-ইউন-শিন তাঁর গ্রন্থে মাতৃগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন (৬১)। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস ২০২৫ – এর আয়োজন

নতুন দিল্লি, ৯ জুলাই, ২০২৫

কেন্দ্রীয় মৎস্য চাষ, পশু পালন ও ডেয়ারি মন্ত্রকের অন্তর্গত মৎস্য চাষ বিভাগ ১০ জুলাই ভুবনেশ্বরে আইসিএআর – সেন্ট্রাল ইন্সস্টিটিউট অফ ফ্রেশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার (সিআইএফএ)-তে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস পালন করবে। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মৎস্য চাষ, পশু পালন ও ডেয়ারি এবং পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং, প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর এস পি সিং বাঘেল, প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মৎস্য চাষ সংক্রান্ত একাধিক উদ্যোগের সূচনা করবেন। নতুন মৎস্য ক্লাস্টারের ঘোষণা করবেন তিনি। আইসিএআর-এর প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারের প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণমান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেও উদ্যোগ নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত সুবিধাভোগীদের সম্বর্ধনা জানাবেন। এছাড়াও পিএমএমএসওয়াই পরিচালিত মৎস্য প্রকল্পের উদ্বোধন করা হবে, যা এই ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এই ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা তুলে ধরবেন। পাশাপাশি মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখবেন তিনি।

ভারত সরকারের মৎস্য চাষ, পশু পালন ও ডেয়ারি বিভাগ সারা দেশে মৎস্য চাষী ও জেলেদের অক্লান্ত প্রয়াসের স্বীকৃতি জানিয়ে এই দিনটি উদযাপন করে থাকে। তাদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম ভারতে মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৫৭ সালে এই দিনে অভ্যন্তরীণ জলজ চাষ ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ হীরালাল চৌধুরী এবং তার সহকর্মী ডঃ কে এইচ আলিকুনি। তাদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে ও স্মরণ করে জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হচ্ছে। এই দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হল দেশের মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে উন্নয়নে মৎস্য চাষী, উদ্যোক্তা এবং জেলেদের অবদানকে স্বীকৃতি জানানো। মাছের প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি জানানোর জন্য এই দিনটি অন্যতম মঞ্চ হিসেবে কাজ করে থাকে। আধুনিক জলজ চাষ কৌশল গ্রহণ, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জলজ সম্পদ সংরক্ষণে মৎস্য চাষীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয় এই দিনে। বছরের পর বছর ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

নীল বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিবর্তন এবং আর্থিক অগ্রগতি নিয়ে আসতে ভারত সর্বদা এগিয়ে রয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে ভারত সরকার মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে ৩৮,৫৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর ফল স্বরূপ ভারতে মাছের উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে মাছের উৎপাদন ৯৫.৭৯ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৯৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। সি-ফুড রপ্তানিতেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

(৩ পাতার পর)

তৃণমূল নেত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার ভিলেজ পুলিশ

নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে। চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। ধৃতদের মধ্যে একজন তৃণমূল নেতাও রয়েছেন।

কিন্তু এরপরের অভিযোগ আরও ভয়ঙ্কর। ভিলেজ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতারা ফোনে হুমকি দিতে থাকেন ওই মহিলাকে। অভিযোগ, চাপড়া ব্লক সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ ওরফে ট্রফি নির্যাতিতাকে এফআইআর তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক ওই নেতা। চাপ তৈরি করেন এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েতের প্রধান রুপালি দাসের শ্বশুরও। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন নির্যাতিতা। অভিযুক্তদের কৃষ্ণনগর আদালতে পেশ করা হবে।

যদিও এক অভিযুক্তের বক্তব্য, "সামান্য কথা হয়েছে। এই অভিযোগটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওর (নির্যাতিতার) সঙ্গে আমার বউয়ের পরিচয় রয়েছে। আমার বউ রাতে আমাকে ফোন করে বলে, তুমি নাকি ওর (নির্যাতিতার) সঙ্গে ভাল ব্যবহার করোনি, আমাকে ফোন করেছিল, সেরকম হলে ক্ষমা চেয়ে নিও। আমি শুনছি আমার নামে অভিযোগ করেছে। পুরোটাই ষড়যন্ত্র।"

এই নিয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ এসেছে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি। পদক্ষেপ করা হয়েছে। ভিলেজ পুলিশকে ডিমোবিলাইজ করা হয়েছে।"

রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, "এখন এই রাজ্য ধর্ষকদের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। অভিযুক্ত চাপড়ার ভিলেজ পুলিশ, তার সঙ্গে তৃণমূল নেতা, আর যিনি নিগৃহীত তিনি তৃণমূল নেত্রী। আবার অন্যান্য তৃণমূল নেতারা ফোনে হুমকি দিচ্ছে, অনুরোধ দিচ্ছে, যাতে এফআইআর না করার। আসলে এটা তো ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা।"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

‘একই সাথে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবেলার ক্ষমতা ইরানের আছে’

ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সাবেক প্রধান কমান্ডার ও বর্তমানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা পরিষদ এক্সপিডিয়েন্সি ডিসার্নমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য মেজর জেনারেল মোহসেন রেজায়ি বলেছেন, গত মাসে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইরানের পাল্টা হামলা প্রমাণ করেছে, তেহরান একসঙ্গে ওয়াশিংটন ও তেলআবিবকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সক্ষমতা রাখে।

মঙ্গলবার একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। রেজায়ির মতে, এই প্রতিশোধমূলক হামলা ছিল শহীদ কাসেম সোলেইমানির ঐতিহাসিক উচ্চারণ আমি তোমাদের চ্যালেঞ্জ করতে পারি'র বাস্তব রূপায়ন।

তিনি বলেন, এই প্রতিক্রিয়া সত্যিই প্রমাণ করেছে যে ইরান এখন কেবল কথায় নয়, কার্যতও শত্রুদের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

গত ১৩ জুন ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা নিয়ে ইরানের উপর বড় পরিসরের বিমান হামলা চালায়। জবাবে ইরান দ্রুত পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। ইসরায়েলেও তীব্র পাল্টা হামলা চালায় ইরান।

এই প্রতিশোধ অভিযানের নাম ছিল অপারেশন ট্রু প্রমিজ-৩। এতে শত শত ব্যালিস্টিক মিসাইল ও সশস্ত্র ড্রোন ব্যবহার করে ইরান। লক্ষ্যবস্তু ছিল ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক, পারমাণবিক ও শিল্প স্থাপনা।

এই পাল্টা হামলায় তেলআবিব, হাইফা ও বেয়ার শেভার মতো শহরগুলোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ইসরায়েলি অর্থনীতির হৃদয় তেলআবিব কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ইসরায়েলের গভীর সমুদ্রবন্দর হাইফা ও প্রযুক্তি নগরী বেয়ার শেভাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসরায়েলি মিডিয়ার তথ্যমতে, উপকূলীয় শহর বাত ইয়াম-এর অবস্থা হামলার পর গাজার যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার মতো হয়ে গেছে।

এর পাশাপাশি, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের কাতারভিত্তিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি আল-উদেইদেও ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা চালায়। এই হামলা ছিল ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় আমেরিকার হামলার জবাব।

রেজায়ি বলেন, যে সাহস দেখিয়ে ইরান আল-উদেইদে হামলা করেছে, তা আজ পর্যন্ত কোনো দেশ দেখাতে পারেনি। এমনকি চীনও না। তিনি আরও জানান, কাতার ভিত্তিক সূত্রে জানা গেছে, ঘাঁটিতে একাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে, যা আমেরিকার দাবির চেয়ে অনেক বেশি। তিনি বলেন, এই পাল্টা প্রতিশোধ ইরানের শক্তির প্রদর্শনী ছিল এবং এতে আঞ্চলিক প্রভাব ও অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে।

রেজায়ির ভাষায়, আমরা এখন শীর্ষের পথে উঠতে শুরু করেছি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— এই পথচলা যেনো থেমে না যায়। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আটকানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

রেজায়ি বলেন, এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে, ইরান এখন আঞ্চলিক দেশগুলোর কাছে একটি নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে এই হামলার পরিকল্পনা করেছে, গ্রিস ও ভূমধ্যসাগরে মহড়াও চালিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য ইরানের সর্বোচ্চ নেতা কিংবা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ক্ষতি করা; তাতে ব্যর্থ হয়।

রেজায়ি জানান, এই যুদ্ধ ইসরায়েলের জন্য প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বহু বছরের ধরে তৈরি করা উন্নত ইন্টারসেপ্টর মিসাইল ভাণ্ডার বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রতিটি জয় মানে ইসরায়েলের একটি পরাজয়। তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধসে পড়েছে, লক্ষ্যে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ব্যর্থতা তারা কখনো প্রকাশ করবে না।

ফুরফুরা শরীফ থেকে নিখোঁজ নাবালক ছেলেকে উদ্ধার করলো জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

ফুরফুরা শরীফ থেকে নিখোঁজ হওয়া এক নাবালককে উদ্ধার করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের জাঙ্গিপাড়া থানা।

জানা গেছে, নিখোঁজ ছেলেটির নাম মহ ইতকান সিদ্দিকী, বাড়ি চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত আঁকুনি গ্রামে।গত ৬ই জুলাই ছেলেটি ফুরফুরা শরীফ এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এরপর ছেলেটির পরিবার জাঙ্গিপাড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

দীর্ঘ তৎপরতা ও খোঁজাখুঁজির পর, অবশেষে

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বারাসাত থানার সহযোগিতায় ছেলেটিকে খুঁজে বের করে পুলিশ।

জাঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নাজির উদ্দিন আলী জানান, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরই ছেলেটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ফলাফলের তালিকা : প্রধানমন্ত্রীর ব্রাজিল সফর

নতুন দিল্লি, ৯ জুলাই, ২০২৫

উভয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র / চুক্তি :

১. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস এবং আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি।

২. ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য বৃহৎ মাত্রায় ডিজিটাল সমাধান ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্র।

৩. পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্র।

৪. ইএমবিআরএপিএ এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের মধ্যে কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্র।

৫. গোপনীয় তথ্য বিনিময় এবং পারস্পরিক সুরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি।

৬. ভারতের ডিপিআইটি এবং ব্রাজিলের এমডিআইসি-র প্রতিযোগিতামূলক ও নিয়ন্ত্রণ নীতি সচিবালয়ের মধ্যে মেধা সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্র।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা :

১. ব্যবসা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা।

সিনেমার খবর

আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চেয়েছিলেন আমির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুক্তি পেয়েছে বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'খ্যাত আমির খানের ছবি 'সিতারে জমিন পর'। সুপারহিট তকমা না পেলেও বক্স অফিসে বলা যায় সফল এই ছবি। এরই মাঝেই জানা গেল চাঞ্চল্যকর এক তথ্য। অবসাদের জেরে নাকি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বসেছিলেন আমির।

সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে আমিরের পুরনো একটি সাক্ষাৎকার। যেখানে নিজের মুখে এ কথা স্বীকার করেছেন অভিনেতা। তিনি জানান, খুব অল্প বয়সে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন পরিবারের অমতেই। কিন্তু তাদের দাম্পত্য সুখের ছিল না। প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকত। তাই একে অপরের প্রতি শেষ ভালবাসাটুকু মুছে যাওয়ার আগেই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন আমির-রিনা।

কিন্তু এই বিচ্ছেদের পরেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন আমির। কাজে মন বসাতে পারতেন না। ধীরে ধীরে অবসাদ গ্রাস করে তাকে। ওই সাক্ষাৎকারে আমির বলেন, বিচ্ছেদের পরে বুঝতেই পারছিলাম না আমার কী করা উচিত। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। তখনই শুরু হয় মদ্যপান। যে মদ ছুঁয়েও দেখতাম না, সেই আমি একদিনে এক বোতল মদ শেষ করে ফেলতাম। আমি 'দেবদাস' হয়ে গিয়েছিলাম। গভীর অবসাদে ডুবে যাচ্ছিলাম। সেই সময় নিজেকে শেষ করে দেব ভেবেছিলাম।

যদিও এরপর নিজের চেষ্টায় সেই অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসেন অভিনেতা। আবারও মন দেন কাজে। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে হয় কিরণ রাওয়ের সঙ্গে। যদিও সেই বিয়েও টেকেনি আমিরের। বর্তমানে গৌরী স্প্যাটের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন তিনি। প্রেম-বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে কোনওদিন লুকোচুরি করেননি আমির। তাই দুই বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও জীবনের নতুন প্রেমকে নিয়ে ভালোই আছেন 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'।

প্রথমবার চঞ্চলের সঙ্গে জুটি হচ্ছেন ঋতুপর্ণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার ফলে পাল্টে যায় তিনটা জীবন। অতীত ফিরে এসে কীভাবে তিনটি জীবনের সমীকরণ বদলে দেয়—এমনই এক গল্প নিয়ে অমিতাভ ভট্টাচার্য নির্মাণ করতে যাচ্ছেন নতুন সিনেমা। 'ত্রিধারা' শিরোনামে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরী, কৌশিক গাঙ্গুলি ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। এই সিনেমার মধ্য প্রথমবারের মতো একসঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে চঞ্চল-ঋতুপর্ণাকে।

নতুন সিনেমা নিয়ে চঞ্চল চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'সিনেমাটি নিয়ে একাধিকবার তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। গল্প শুনে মনে হয়েছে কাজটি দারুণ হবে। আসলে একটি সিনেমায় যুক্ত হওয়ার আগে তো বেশকিছু প্রক্রিয়া থাকে। সেগুলো এখনো হয়নি। মনে হচ্ছে আমাদের এই কাজটি হবে।'

চঞ্চল চৌধুরীর সুরেই ভারতী গণমাধ্যমে কথা বলেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, 'এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। এমন একটা ছবির কথা ভাবা হচ্ছে ঠিকই তবে সবটাই নির্ভর করছে পরিস্থিতির উপর। সব ঠিক থাকলেই এই ছবির কাজ শুরু হবে। সবটাই প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।'

ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত 'উৎসব' সিনেমা রীতিমতো চমক দেখাচ্ছে। মুক্তির বিশ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও ছবিটি দেখতে দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এছাড়া 'ইনসাফ' ছবিতেও কেমিও চরিত্রে তাকে পছন্দ করেছে দর্শক।

অভিষেকের আগেই বিতর্কে শানায়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে অভিষেকের আগেই বিতর্কের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী শানায়া কাপুর। সম্প্রতি বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তারকাখ্যাতি, প্রস্তুতি, সমালোচনা ও নিজের যাত্রা নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেন অভিনেতা সঞ্জয় কাপুর ও অভিনেত্রী মাহিপ কাপুরের কন্যা শানায়া। তবে তার এই মন্তব্যই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ট্রলের শিকার।

আগামী ১১ জুলাই মুক্তি পেতে চলেছে শানায়ার প্রথম ছবি 'আঁখো কি গুস্তাখিয়াঁ', যেখানে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন টুয়েলভ ফেল-খ্যাত অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি।

অভিষেকের আগে এক সাক্ষাৎকারে শানায়া বলেন, 'খ্যাতির সঙ্গে সমালোচনা আসেই। আমি ওগুলোকে নেতিবাচকভাবে নিইনি; বরং শিখেছি, নিজেকে গড়েছি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি যেমন, তা আমার অভিভাবকদের জন্য। বিশেষ করে আমার বাবা আর মায়ের জন্য। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি, তা নিয়ে গর্বিত। আমি সেটিকে বদলাতে চাই না।'

নিজের যাত্রা প্রসঙ্গে শানায়া বলেন, 'এই জায়গায় পৌঁছানোর পেছনেও একটা গল্প আছে। সবকিছুই কোনো না কোনো কারণে ঘটে। আমি খুশি এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী।'

তবে তার 'স্ট্রাগল' বা সংগ্রাম নিয়ে এই মন্তব্যই বিতর্কের জন্ম দেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ব্যবহারকারী শানায়ার এই মন্তব্য নিয়ে তির্যকভাবে লেখেন, 'শানায়ার একমাত্র সংগ্রাম ছিল লিভিং রুম থেকে মেকআপ চেয়ারে যাওয়া।'

আরেকজন লেখেন, 'বাস্তবতা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন! কী সংগ্রাম নিয়ে কথা বলছে সে?' কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, 'যে মেয়ে ফিল্মি পরিবারে জন্মে, করণ জোহরের ছায়ায় বড় হয়, তার সংগ্রাম কেমন তা বোঝা দায়।'

তবে বিতর্কের মাঝেও শানায়া নিজের বাস্তবতা স্বীকার করতে পিছপা হননি। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, আমার যাত্রা অনেকের তুলনায় সহজ। তবে ইন্ডাস্ট্রির প্রতিযোগিতা, অনিশ্চয়তা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।'

এর আগে করণ জোহরের প্রযোজনায় 'বেধড়ক' নামে একটি প্রজেক্টে শানায়ার নাম ঘোষণা হলেও সেই ছবির কাজ শুরু হয়নি। তাই 'আঁখো কি গুস্তাখিয়াঁ' দিয়েই শুরু হচ্ছে তাঁর রুপালি পর্দার যাত্রা। তবে ছবির আগে বিতর্ক সামলানোই এখন তাঁর প্রথম বাস্তব চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ডোপিং নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ‘নতুন জীবন’ শুরু পগবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডোপিং নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফেরার লক্ষ্যে নতুন ঠিকানায় নাম লেখালেন বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি মিডফিল্ডার পল পগবা। ‘ফ্রি এজেন্ট’ হিসেবে মোনাকোয় যোগ দিয়েছেন পগবা। ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির কথা জানিয়েছে ফরাসি ক্লাবটি।

জুভেন্টাসে খেলার সময় ২০২৩ সালের আগস্টে সেরি আয় উদিনেজের বিপক্ষে ম্যাচের পর দৈবচয়ন ভিত্তিতে করা পগবার নমুনা পরীক্ষায় উচ্চমাত্রার টেস্টোস্টেরোনের উপস্থিতি পাওয়া যায়। সেই কারণে ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তাকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। পরে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে ইতালির জাতীয় ডোপিং-বিরোধী ট্রাইব্যুনাল আর সেটা কার্যকর ধরা হয় আগের বছরের সেপ্টেম্বর থেকেই।

‘কোনো অন্যায় করেননি’ জানিয়ে ওই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেন ফ্রান্সের ২০১৮ সালের বিশ্বকাপজয়ী পগবা। আপিলে তার শাস্তি কমে আসে ১৮ মাসে। সেই নিষেধাজ্ঞা শেষ হয় গত মার্চে। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে পারিশ্রমিক কমিয়ে হলেও জুভেন্টাসের হয়ে আবার খেলতে মরিয়া ছিলেন পগবা। কিন্তু গত নভেম্বরে ‘পারস্পরিক সমঝোতায়’ তার সঙ্গে চুক্তি শেষের ঘোষণা দেয় জুভেন্টাস। ইতালিয়ান ক্লাবটিতে তার চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত।

থমকে থাকা ক্যারিয়ার পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এবার তিনি নাম লেখালেন মোনাকোয়। ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো নিজ দেশের শীর্ষ লিগে খেলবেন তিনি। পগবার ক্যারিয়ার শুরু হয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। সেখান থেকে ২০১২ সালে পাড়ি জমান জুভেন্টাসে। সেখানে প্রথম মেয়াদে দারুণ সফল ছিলেন তিনি। মাঝমাঠে দারুণ নৈপুণ্যের পাশাপাশি চার বছরে গোল করেন ৩৪টি ও অ্যাসিস্ট ৩২টি। চার মৌসুমেই সেরি আ জয়ের পাশাপাশি স্বাদ পেয়েছিলেন আরও কয়েকটি শিরোপার।

এরপর ২০১৬ সালে ৮ কোটি ৯০ লাখ পাউন্ড ট্রান্সফার ফিতে ইউনাইটেডে ফেরেন তিনি। তবে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সময়টা ভালো কাটেনি তার। ইউনাইটেডে ফেরার পর প্রথম মৌসুমটা অবশ্য ভালোই কেটেছিল পগবার। জিতেছিলেন এফএ কাপ ও ইউরোপা লিগ। এরপর তার ছন্দপতন হয়। জাতীয় দল ও ইউভেন্তুসে যে মানের পগবাকে দেখা গেছে, তা দেখা যায়নি ইউনাইটেডের জার্সিতে।

ইংলিশ ক্লাবটিতে ছয় মৌসুম কাটানোর পর ২০২২ সালে ফ্রি ট্রান্সফারে পুরোনো ঠিকানা জুভেন্টাসে ফেরেন পগবা। তবে এ যাত্রায় তুরিনের ক্লাবটিতে যাওয়ার পর একের পর এক চোটে খুব বেশি ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি। তারপরই নেমে আসে ওই নিষেধাজ্ঞার খড়্গ। এখন তার সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। চ্যাম্পিয়ন পিএসজি ও মার্সেইয়ের পেছনে থেকে গত মৌসুমে ফ্রান্সের শীর্ষ লিগে তৃতীয় হয় মোনাকো।

‘প্রতারিত’ স্টেগান বার্সাকে একটুও ছাড় দেবেন না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনার ৩৩ বছর বয়সী জার্মান গোলরক্ষক মার্ক টের স্টেগান মনে করছেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। গোলরক্ষক নিয়ে কোন পরিকল্পনা কাতালান ক্লাবটির বোর্ড তাকে জানায়নি। বরং নতুন গোলরক্ষক এনে তাকে অপমান করা হয়েছে। বার্সা চাইলেও তিনি তাই চুক্তি থাকাকালীন ক্যাম্প ন্যু ছাড়বেন না।

ওদিকের বার্সার স্পোর্টিং ডিরেক্টর ডেকো জবাব দিয়ে বলেছেন, তার কাজ কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিকল্পনা শেয়ার করা নয়। তার কাজ কোচের চাওয়া অনুযায়ী, সেরা দল প্রস্তুত করে দেওয়া।

টের স্টেগানের সঙ্গে বার্সার ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে। ওদিকে এস্পানিওল থেকে বার্সা ২৪ বছর বয়সী স্প্যানিশ গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে দলে ভিড়িয়েছে। হানসি ফ্লিক এই তরুণকে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবে দলে রাখতে চান।

ওদিকে বার্সা বোর্ড ভয়চেক সেজনিকে দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে দলে রাখার কথা ভাবছে। কারণ তার বেতন কম। টের স্টেগানকে ছেড়ে দিতে চায় ক্লাবটি। কিন্তু টের স্টেগান অনড়, তিনি ক্লাব ছাড়বেন না। বার্সাকে কোন ছাড়ও দেবেন না। ক্যাম্প ন্যুতে থাকবেন এবং শুরুর একাদশে জায়গার জন্য লড়বেন।

সংবাদ মাধ্যম স্পোর্ত দাবি করেছে, টের স্টেগান বার্সাকে কঠিন শর্তও দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাকে যদি রাখতে না চায় তবে চুক্তি বাতিল করুক এবং ২০২৮ সাল পর্যন্ত তার প্রাপ্য বেতন বুঝিয়ে দিক। তিনি এও জানিয়েছেন, বার্সা চুক্তি বাতিল করলে বেতনের এক পয়সাও ছাড় দেবেন না।

টের স্টেগানের প্রতি নজর রাখছে ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের কিছু ক্লাব। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তার বিষয়ে খোঁজ খবর রাখছে। চেলসি তাকে দলে নিতে চায় বলে খবর। তুর্কি ক্লাব গালাতাসারায়ে স্টেগানকে প্রস্তাব দিয়েছে। অ্যাস্টন ভিলাও ঢুকতে পারে জার্মান গোলরক্ষককে পাওয়ার লড়াইয়ে।

সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, স্টেগানের সঙ্গে সমঝোতার আরও একটি পথ খোলা আছে বার্সার সামনে। সেটা হলো তাকে ফ্রি এজেন্টে দলবদলের সুযোগ করে দেওয়া। ফ্রি এজেন্ট হলে ম্যানইউ, চেলসির মতো ক্লাবে ভালো বেতন ও সাইনিং বোনাস নিয়ে যোগ দিতে পারবেন তিনি।

জানা গেল এশিয়া কাপের সম্ভাব্য তারিখ, খেলবে ভারত-পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সেপ্টেম্বরে টি-২০ ফরম্যাটে মাঠে গড়ানোর কথা এশিয়া কাপ ক্রিকেট। কিন্তু টুর্নামেন্ট ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটেনি। ভারত ও পাকিস্তান টুর্নামেন্টে অংশ নেবে কিনা। দুই দল গ্রুপ পর্বে মুখোমুখি হবে কিনা এসব নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। টুর্নামেন্ট হলে কোথায় হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা কাটেনি।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম দাবি করেছে, এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে ইতিবাচক এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ থাকলেও দুই দলের মুখোমুখি হওয়া নিয়ে কোন সংকট নেয়। তবে টুর্নামেন্টটি হতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

ক্রিকবাজের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, এসিসি সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে নিয়ে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে পারে আসরটি।

সংবাদ মাধ্যমটি জানিয়েছে, এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তবে এশিয়া কাপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক হতে পারে। ওই বৈঠক শেষে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে এশিয়া কাপের সূচি চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হতে পারে।

এশিয়া কাপের স্বাগতিক ভারত। টুর্নামেন্টটি ভারত হাইব্রিড পদ্ধতিতে আয়োজন করতে পারে। যেখানে পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কা বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলতে পারে। আবার ভারত পুরো টুর্নামেন্ট আরব আমিরাতে নিতে পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR